জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

কোন দলের কেমন ইশতেহার?

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮

গত ৬ ডিসেম্বর 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনী ইশতেহার সম্পর্কে আমরা নাগরিক প্রত্যাশা তুলে ধরেছিলাম। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যে একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের ইশতেহার প্রকাশ করেছে। এই প্রত্যাশার আলোকে আমরা ইশতেহারগুলো পর্যালোচনা করেছি। সেই পর্যালোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরাই আজকের সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই পরিস্থিতিতে একটি কথা না বললেই নয়। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের ভেতরে ইশতেহার নিয়ে যতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়, নির্বাচনের পর এ নিয়ে তারা ততটাই উদাসীন হয়ে পড়ে। তবু দেশের নাগরিকরা আশাবাদী হয় এবং ভোট দেয়। নাগরিকদের প্রত্যাশার কথা মনে রেখে ভবিষ্যতে যারা সরকার গঠন করবেন এবং যেসব দল বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা রাখবেন তারা ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবেন না বলে আমরা আশা রাখি। একইসঙ্গে আমরা আশা রাখি যে, ভোটাররাও দলগুলোকে তাদেরকে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ করবেন। গঠর

প্রথমেই আমরা ইশতেহারের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করছি। ইশতেহারের বিশদ তুলনামূলক চিত্র এই প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত টেবিলে দেয়া হয়েছে। এখানে ইশতেহারের কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১) **মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ:** যে কয়টি রাজনৈতিক দলের ইশতেহার মূল্যায়ন করার সুযোগ আমরা পেয়েছি, তার প্রতিটিতেই আমরা দেখি প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বলতে কোন দল কী বোঝায় সেটা স্পষ্ট না হলেও, এই বিষয়টির স্বীকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ।

২) **ঐকমত্যের ক্ষেত্র:** রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দৃশ্যত অনেক বৈরিতা ও মতপার্থক্য থাকলেও ইশতেহারে আমরা দেখি বেশকিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতৈক্যও রয়েছে। বিশেষ করে নতুন সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে তা নিয়ে সর্বজনীন বিষয়ে বেশিরভাগ দলকেই আমরা একই রকম অবস্থানে দেখি – যেমন, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদ দমন, জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদির গুরুত্ব প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই স্বীকার করে।

৩) **তরুন ভোটারদের আকর্ষণের চেষ্টা:** তরুণ ভোটারদের মন জয় করার জন্য প্রায় সবগুলো দলকেই যত্নবান হতে দেখা গেছে। শুধুমাত্র এই নির্বাচনেই নয়, ভবিষ্যতে দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তরুণ সমাজকে পাশে নেয়ার বিকল্প নেই। তরুণদের গুরুত্ব যে সব রাজনৈতিক দলই উপলব্ধি করছে সেটাই ইশতেহারেই ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে জনমিতিক সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) কাজে লাগানো (আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা ২৭) এবং তরুণদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর (আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা ৩১), তরুণদের কর্মসংস্থান (ঐক্যফ্রন্ট, দফা ৬), তরুণদের জন্য 'ইয়ুথ পার্লামেন্ট' গঠন (বিএনপি, পৃষ্ঠা ৪) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

৪) **রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিষয়ে মূল্যায়ন:** প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে যে সমালোচনা ইশতেহারে দেখা গেছে তাতে কিছুটা গৎবাধা প্রবণতারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। দেশের উন্নয়নে পক্ষ বিপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ভাল কাজের মূল্যায়ন এবারের ইশতেহারেও দেখা যায়নি। এই ক্ষেত্রে রাজনীতির মেরুকরণের লক্ষণও জোরালো। ইশতেহারে শরিক অথবা প্রতিপক্ষ দলের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মোহ মূল্যায়ন অনুপস্থিত। আমরা আশা করব আস্তে আস্তে রাজনৈতিক দলগুলো নির্মোহ ও গঠনমূলক মূল্যায়ন ও সমালোচনার সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে। তবে এক দলের শাসনামলে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প অন্য দলের শাসন কালে সমাপ্ত নাও হতে পারে এরকম শঙ্কার লাঘব করতে বিএনপি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারে উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

৫) **জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা:** কোন কোন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিহিংসার পথ বর্জন করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা (ঐক্যফ্রন্ট), ভয়মুক্ত বাংলাদেশ তৈরি (গণসংহতি আন্দোলন), প্রতিহিংসামুক্ত ও সহমর্মী বাংলাদেশ, এবং সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা (বিএনপি), শান্তি ও সহাবস্থানের রাজনীতি প্রবর্তন (জাতীয় পার্টি, ১৩ তম দফা) ইত্যাদি ইতিবাচক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে এগুলো ইতিবাচক উদাহরণ।

৬) **রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা:** বাম রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা জোটগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। একটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজকের দিনে বিশ্বায়ন এবং বাজার অর্থনীতির প্রসারের কারণে অনেক প্রচলিত মতাদর্শ গুরুত্ব হারিয়েছে বা সেগুলোকে নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও বাজার ব্যবস্থার সুবিধা দেশের মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং তার সুবিধাগুলো উন্নয়নে কাজে লাগাতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো আরও গতিশীল চিন্তা ও আলোচনায় অংশ নেবে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

৭) **রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ অগ্রাধিকার:** কোনো কোনো ইশতেহারে রাজনৈতিক দলগুলো এবারের নির্বাচনে তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার বা অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছে। আওয়ামী লীগের ইশতেহারে দুইটি বিশেষ অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; সেগুলো হলো: ১) গ্রামে নগর সুবিধার সম্প্রসারণ; ও ২) যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর; এছাড়াও ১৯টি ক্ষেত্রকে বিশেষ অঙ্গীকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫)। ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারের ৩৫টি অঙ্গীকারের ভেতর কোনোটিকে বেশি বা কম গুরুত্ব তা বলা হয়নি। কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের কথা বলেছে। অন্যদিকে ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল বিএনপি তাদের পৃথক ইশতেহারে উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে। এছাড়া প্রতিহিংসামুক্ত এবং সহমর্মী নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও তাদের ইশতেহারে রয়েছে। জাতীয় পার্টি দেশের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়া আনা, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের বিকাশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে। সিপিবির ইশতেহারে আলাদা করে বিশেষ অঙ্গীকার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইশতেহারের শিরোনামে 'শোষন-বৈষম্যহীন ইনসাফের সমাজ' গড়ার কথা তাৎপর্যপূর্ণ।

৮) **বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার:** বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে এক ধরনের ঐকমত্য ছিল। কিন্তু কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। ফলে এখনো প্রতিটি ইশতেহারেই বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সিপিবি ও ঐক্যফ্রন্ট এই সব দলের ইশতেহারেই স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেট বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। আওয়ামী লীগের ইশতেহারে গত দুই মেয়াদের শাসনামলে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার স্থানে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে। এছাড়া জাতীয় পার্টির ইশতেহারে ঢাকা শহর থেকে ৫০% সদর দফতর প্রাদেশিক রাজধানীতে স্থানান্তরের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারে 'সিটি গভার্নমেন্ট' সৃষ্টি, ঢাকার আশেপাশে কিছু শহর সৃষ্টি এবং স্থানীয় সরকারের ওপর দলীয় রাজনীতির প্রভাব কমাতে দলীয় প্রতীক নিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রথা বাতিলের মত বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।

৯) **বৈষম্য নিরসন:** এবারের ইশতেহারগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈষম্য নিরসনের বিষয়টিকে সকলেই বেশ গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়েছে। বাংলাদেশে গড় আয় এবং জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৈষম্য যেরকম উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে ইশতেহারে এই বিষয়টির গুরুত্ব পাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত বিভিন্ন পন্থার ভেতরে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক সুরক্ষাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস, গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধার সম্প্রসারণ (আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা ৩০, ৩৭, ৩৮), সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে শক্তিশালী করা, রেশনিং (ঐক্যফ্রন্ট ১৯তম দফা)। এছাড়াও জাতীয় পার্টির ইশতেহারে পল্লী রেশনিং এর বিষয়ে বলা হয়েছে।

১০) **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইশতেহার?:** কোন দেশের বা সমাজের অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে এর প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি এর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী মূলধারার আচরণ। এর আলোকে মোটা দাগে এবারের ইশতেহারগুলোতে নানা মাত্রায় বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার বিষয়টি এসেছে। এরমধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশু, প্রবীণ কল্যাণ, হিজড়া, হরিজন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, পার্বত্য ও অনান্য অঞ্চলের নানা নৃ-গোষ্ঠীদের সমান অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ সৃষ্টি, (আওয়ামী লীগ পৃষ্ঠা ৬০-৬১ এবং ৬৫-৬৬), বয়োঃবৃদ্ধদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি (ঐক্যফ্রন্ট, দফা ২০), নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা (ঐক্যফ্রন্ট, দফা ২০, ২১, ২৯), আবাসন, পেনশন ফান্ড ও রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন (বিএনপি, পৃষ্ঠা ৮)।

১১) **কর্মপরিকল্পনার অনপুস্থিতি:** অতীতের ন্যায় নির্বাচনী ইশতেহার যেন নিতান্তই কথার ফুলঝুরিতে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে আমরা আশা করেছিলাম যে, দলগুলো তাদের ইশতেহারে ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনার রূপরেখা দেবে। যেমন, তারা সরকার গঠন করলে প্রথম ১০০ দিনে কী করবে, প্রথম বছর কী করবে, দ্বিতীয় বছর কী করবে, তৃতীয় বছর কী করবে, চতুর্থ বছর কী করবে এবং শেষ বছর কী করবে। এভাবে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করলে, দলগুলোর নিজেদের সময়ভিত্তিক অগ্রাধিকার স্থাপন সহজ হতো।

সময়ের সাথে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন আলোচনায় নানা নতুন ইস্যু তৈরি হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো ইস্যুভিত্তিক গঠনমূলক বিতর্ক থেকে দূরে থেকেছে। কিন্তু ইশতেহার দেওয়ার সময় এলে কিছুটা হলেও এই বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবে দেখা গেছে, প্রতিপক্ষের ব্যর্থতাকে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সার্থকতা হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টায় থাকে। এবারেও এরকম প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু এগুলো ছাপিয়ে গেছে ইশতেহারের বেশ কিছু ইতিবাচক দিক, যেমন: ইশতেহারে অনেক ক্ষেত্রে ঐকমত্য, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে ঐক্যের সম্ভাবনা, বিকেন্দ্রীকরণ ও বৈষম্য নিরসনের প্রতিশ্রুতি এবং প্রান্তিক ও অবহেলিত গোষ্ঠীবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি। এই ইতিবাচক দিকগুলোই আগামী দিনে গণতন্ত্রের সুদৃঢ় বুনিয়াদ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেটা তখনি সম্ভব হবে যখন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের পরও ইশতেহারে দেয়া অঙ্গীকারগুলোকে মনে রাখবে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার তুলে ধরেছে। নিম্নে ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

তুলনার ক্ষেত্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	মন্তব্য
বিশেষ ফোকাস/অগ্রাধিকার	১) গ্রামে নগর সুবিধার সম্প্রসারণ ২) যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ৩) এর বাইরেও ১৯ ক্ষেত্রকে বিশেষ অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।	ইশতেহারের ৩৫টি অঙ্গীকারের ভেতর কোনটিকে বেশি বা কম গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তবে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের কথা বলা হয়েছে।	উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিহিংসামুক্ত এবং সহমর্মী নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।	দেশের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের বিকাশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।	আলাদা করে বিশেষ অঙ্গীকার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইশতেহারের শিরোনামে 'শোষণ-বৈষম্যহীন ইনসাফের সমাজ" গড়ার কথা বলা হয়েছে।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, বিএনপি-সহ অন্যান্য দলগুলো মূলত গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।
দলের ইতিহাস ও অর্জন	বিস্তারিতভাবে দলের ইতিহাস ও ক্ষমতায় থাকাকালীন বিভিন্ন অর্জন বিশদ ভাবে তুলে ধরা হয়ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানও উল্লেখ করা হয়েছে।	জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে দলগুলোর একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।	দলের ইতিহাস ও অর্জন নিয়ে তেমন কিছু উল্লেখ নেই	দলের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস না থাকলেও নয় বছরের শাসনামলের অর্জন সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।	দলের ইতিহাস ও অর্জন সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ নেই।	
অন্য রাজনৈতিক দলের কাজের মূল্যায়ন	প্রতিপক্ষ হিসেবে ইতিপূর্বে বিএনপির শাসনকালের কার্যক্রমের কঠোর সমালোচনা রয়েছে। তবে জাতীয় পার্টির শাসনকালের কোন মূল্যায়ন হয়নি।	গত দশবছরের আওয়ামিলীগের শাসনামলের কঠোর সমালোচনা রয়েছে। এছাড়া আর কোন দলের বা শাসনামলের কার্যক্রমের মূল্যায়ন নেই।	বিগত দশ বছরে আওয়ামিলীগের শাসনামলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন অনুপস্থিত ছিল বলে সমালোচনা করা হয়েছে।	অন্য রাজনৈতিক দলের সরাসরি কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি।	প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে ঘিরে গড়ে ওঠা দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক কাঠামোর সমালোচনা করে একভাগ লুটেরা শোষকদের সমর্থনকারী পক্ষের দুটি বিবাদমান গোষ্ঠী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।	

তুলনার ক্ষেত্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	মন্তব্য
দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও উন্নয়ন ধারণা	ইশতেহারে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা নিজস্ব উন্নয়ন ধারণা বলে কিছু সম্পর্কে স্পষ্ট বলা না হলেও আন্তর্জাতিক ভাবে স্বিকৃত মডেল যেমন এসডিজি এবং দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন চিন্তাকে দলীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।	একাধিক দলের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই জোটের নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শ পরিষ্কার না হলেও উন্নয়ন সম্পর্কে তাদেও ইশতেহারে কিছু জোরালো ধারনা লক্ষণীয়। উন্নয়ন অর্থনীতিতে আলোচিত পোষকতন্ত্র বা Crony Capitalism এর ব্যবস্থার বিলোপ এবং একই সময়ে অমর্ত্য সেনের ডেভেলপমেন্ট এস ফ্রিডম ধারণাটিরও উল্লেখ করা হয়েছে।	বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শ এবং উন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইশতেহারে কোন রূপরেখা পাওয়া যায় না।	জাতীয় পার্টিও রাজনৈতিক আদর্শ এবং উন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কে ইশতেহারে কোনো রূপরেখা পাওয়া যায় না।	সমাজতন্ত্র অভিমুখীন উন্নয়ন ধারা এবং বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তির সমাবেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।	
গণতন্ত্র ও সুশাসন	১) গণতন্ত্রিক চেতনা, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা, ২) নাগরিকের জন্য আইনের আশ্রয় ও সহায়তা নিশ্চিত করা ৩) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুমন্নত করা; ৪) সর্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করা **৫)** দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবহিদিহিমূলক প্রশাসন সৃষ্টিতে নানা কর্মপন্থা ৬) জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৭) দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স।	১) প্রতিহিংসা-জিঘাংসার পরিবর্তে জাতীয় ঐকমত্য, ২) ভোটাধিকার রক্ষা ও নিবাচন ব্যবস্থার সংস্কার; ৩) মত প্রকাশের স্বাধীনতা; ৪) ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন, ৫) সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা, ৬) প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, ৭) দুর্নীতি দমনে নানা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার,	১) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য; ২) দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার বিধান; ৩) বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ; ৪) ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার, ৫) সংসদে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা; ৬) নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা; ৭) প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির অবসান, ৮) একদলীয় শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ, ৯) রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা; ১০) সংবিধান অনুযায়ী	প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন; প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ; নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার; আনুপাতিক ভোট, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, নির্বাচনকে সন্ত্রাস, অস্ত্র ও কালো টাকা মুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; ৫ বছরে মামলা জটের অবসান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলার সংস্কৃতির অবসান; উচ্চ	রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বহুদলীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা নিশ্চিত করার কথা রয়েছে (১ম দফা)।	

তুলনার ক্ষেত্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	মন্তব্য
	৮) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুরক্ষা। ইত্যাদি।	৮) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; ৯) সাংবাদিকদের মজুরি বোর্ড নিয়মিত করা; ১০) সংবাদপত্রকে শিল্প ঘোষণা; সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা) ইত্যাদি।	ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়া; ১১) আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;	আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা, শান্তি ও সহাবস্থানের রাজনীতি প্রবর্তন; ধর্মীয় মূল্যবোধকে সবার উর্ধ্বে স্থান প্রদান; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিল মওকুফ		
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার	**স্থানীয় সরকার ও জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে** জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বিভাজন; পরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি।	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসাবে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের কাছে দেয়া হবে।	**ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ** (উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় সরকারের হাতে; কমপক্ষে ৩০% বাজেট স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয়ের বিধান; জেলা পরিষদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন; পৌর এলাকায় সিটি গভর্নমেন্ট চালু);	ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে জাতিয় পার্টি প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে ফেডারেল এবং প্রাদেশিক এই দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার থাকবে। আর অনেক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ঢাকা শহরের বাইরে স্থানান্তও করা হবে।	স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার হাতে বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ বিধিবদ্ধভাবে বরাদ্দ রাখার স্থায়ী ব্যবস্থাসহ তাঁদের ওপর স্ব স্ব স্তরের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব অর্পণ করা।	
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১) সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য, বিভিন্ন মেয়াদে প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের নানা লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। ২) বেসরকারি খাতে নতুন মূলধন সৃষ্টির হার বৃদ্ধি; ৩) জনসংখ্যায় বয়স কাঠামোর	১) কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় কৃষি ভর্তুকি বাড়ানো; ২) সামান্য সুদে কৃষকদের ঋণ দেয়া; ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বণ্টন; ৩) শিল্পায়ন তরান্বিত করতে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-	১) প্রবৃদ্ধির হার ১১ শতাংশে উন্নীত করা; ২) রফতানি প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও রপ্তানী পন্য বহুমুখীকরণ করা, ৩) শেয়ার মার্কেট, ব্যাঙ্ক ও সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ ৪) উন্নয়ন প্রকল্পের	কৃষি উপকরণের ভর্তুকি প্রদান ও কর-শুল্ক মওকুফ; সহজ শর্তে কৃষি ঋণ ও সার্টিফিকেট মামলার অবসান, চর ও নদী ভাঙ্গন কবলিতদের পুনর্বাসন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ মূল্য স্থিতিশীল,	১) সমবায় ও ব্যক্তি মালিকানা খাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ২) দেশের সর্বত্র সারাবছর ‘কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম’ চালু করা, ৩) দরিদ্র, অনাহারী,	

তুলনার ক্ষেত্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	মন্তব্য
	সুবিধাকে কাজে লাগানো ৪) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি; ৫) প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি; ৬) কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায়; ৭) বাজেট প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সংস্কার; ৮) ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের উন্নয়ন; ৯) অর্থপাচার রোধ; ১০) **অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প** প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা; ১১) পদ্মা রেলসেতু সংযোগ এবং কক্সবাজার-দোহাজারী-রামু-গুনদুম রেলপথ নির্মাণ ত্বরান্বিত করা; মাতারবাড়ী কয়লা বন্দর, ভোলায় গ্যাস পাইনপাইপলাইন ও উপকূলীয় অঞ্চলে একটি পেট্রোকেমিক্যালস কারখানা স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন); ১২) কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি: খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা; ১৩) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন; ১৪) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন; ১৫) শিল্প উন্নয়ন; ১৬) শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমনীতি বাস্তবায়নে বহুমুখী পদক্ষেপ; ১৭) সমুদ্র বিজয়: ব্লু ইকোনমি – উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচন; ১৮) যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনীকিকরণ,	সুবিধা বৃদ্ধি করা; সকল ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা; ৪) ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও এই খাতে লুটপাটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া, ৫) কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বৃহদায়তনের নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ৬) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র পূণর্মূল্যায়ন; ৭) নিরাপদ সড়ক, যাতায়াত এবং পরিবহন নিশ্চিত করতে সড়ক আইন সংশোধন; ৮) ট্রাফিক জ্যাম নিরসরকল্পে জরুরি পদক্ষেপ; ৯) গণপরিবহনকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবহন নীতি প্রণয়ন; ১০) সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি ও চট্টগ্রাম, মোঙলা ও পায়রা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ১১) বাংলাদেশ বিমানকে সম্প্রসারণ ইত্যাদি।	ধারবাহিকতা রক্ষা, ইত্যাদি।	সারাদেশে গ্যাস সরবরাহ; উপজেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী; মঙ্গা দূর ও উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নে বিশেষ ব্যবস্থা, ফসলি নষ্ট রোধ; খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত,	বেকার, অসহায় মানুষের জন্য ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,৪) শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বিদ্যমান বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস করা। ৫) বন্ধ কল-কারখানা চালু, ৬) সরকারি সেক্টরে নতুন শিল্প স্থাপনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যক্তিগত সেক্টরে শিল্প স্থাপনে প্রকৃত বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান।	

তুলনার ক্ষেত্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	মন্তব্য
	সুগম ও নিরাপদ (সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথ, নৌ-পথ ও বন্দর)					
তথ্য প্রযুক্তি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের জন্য ফাইভ-জি চালু করা, নতুন ধরনের তথ্যপ্রযুক্তির উপকরণের প্রচলন ও চর্চা, শিক্ষা, আর্থিক খাত, সামরিক খাত ইত্যাদিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, সেবার মূল্য কমানো ইত্যাদি।	ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে মোবাইলের কলরেট কমানো; মোবাইলের ইন্টারনেট খরচ কমানো; আরও আইটি পার্ক স্থাপন; ই-গভার্ন্যান্স এর ব্যাপ্তি বাড়ানো ইত্যাদি।	ফ্রি-ল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করা, তথ্য ও প্রযুক্তি সেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতার পরিবেশ সৃষ্টি, ই-গভার্নেন্স, মেধাসত্ত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি।	তথ্য প্রযুক্তি প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু বলা নেই।	তথ্য-প্রযুক্তি টেলি-যোগাযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সার্বজনীন করা।	
সামাজিক উন্নয়ন	১) প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ, ২) বাংলাদেশের সমৃদ্ধিও জন্য তরণদের দক্ষ জনশক্তি করে গড়ে তোলা। ৩) শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি; ৪) আত্মকর্মসংস্থান ও তরুণ উদ্যেক্তা তৈরি এবং বিনোদন, মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি; ৫) নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন; ৬) নারীর ক্ষমতায়ন; ৭) দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস; ৯) শিক্ষার অগ্রাধিকার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপ; ১০) মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ; শিশু কল্যাণ; ১১) প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ কল্যাণ, ১২) মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও	১) সামাজিক নিরাপত্তা ২) বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ সুবিধা ৩) নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন ৪) তরুণদের কর্মসংস্থান; শিক্ষা ৫) স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি, ৬) খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ ৭) মাদক নিয়ন্ত্রণ; ৮) প্রবাসী কল্যাণ ৯) ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মানবিক মর্যাদা অধিকার নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সংস্কৃতি রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নেয়া); ১০) ক্রীড়া ও	১) জাতীয় উন্নয়নে যুব, নারী ও শিশুদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা ২) দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নারী সমাজকে সবক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা। ৩) মায়েদের কাজের সুবিধার জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র খোলা, ৪) নারী উদ্যোক্তাদে জন্য সুযোগ সৃষ্টি ৫) নারীদের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা। ৬) শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন এবং নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি। ইত্যাদি।	১) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করা হবে, ২) শান্তি ও সহাবস্থানের রাজনীতি প্রবর্তন ৩) স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ ৪) ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ইত্যাদি।	১) শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন করার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ ও একই ধারার গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। ২) স্বাস্থ্যখাত ও চিকিৎসার মানোন্নয়ন করা।	

তুলনার ক্ষেত্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	মন্তব্য
	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন; ১৩) সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে পরিপূর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকার; ১৪) ক্রীড়ার অবকাঠামো ও ক্রীড়ামোদী জাতি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি; ১৫) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা;	সংস্কৃতি ১১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; ১২) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাঃ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম চলমান থাকবে; মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা;				
বিচার বিভাগ	বিচার বিভাগের অবকাঠামো উন্নয়ন; বিচারক নিয়োগ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা; বিচারকের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি; গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা; এডিআর পদ্ধতির ব্যবহার; সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার;	**আদালত** (বিভাগীয় সদরে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন; মামলার জট কমানো; হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা করাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা; বিচারকদের সম্পদের হিসাব);	**বিচার বিভাগ** (নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সুপ্রিম কোর্টে হাতে ন্যস্ত করা; মামলার জট কমানোর জন্য বিচারক নিয়োগ; বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য জুডিশিয়াল কমিশন গঠন);	১) এক বছরের ভেতর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ২) পাচ বছরের মধ্যে মামলার জট শূন্যেও কোঠায় নিয়ে আসা। ৩) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা দায়েরের প্রবণতা বন্ধ করা।	বিচারবিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।	
মৌলিক অধিকার/মানবাধিকার	১) প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা লাভের সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা হবে। ২) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুনড়বত রাখা হবে। ৩) সার্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো	বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম বন্ধ; রিমান্ডের নামে পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করা; পুলিশ অ্যাক্ট রিভিউ করা; সাদা পোশাকে কাউকে গ্রেফতার না করা;	মত প্রকাশের স্বাধীনতা (মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে; সরকারের সাথে ভিন্নমত থাকলেও কণ্ঠরোধ করা হবে না; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বাতিল করা; বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন ও অমানবিক নির্যাতনের অবসান;	মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে তেমন উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার নেই।	‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন’সহ মৌলিক অধিকার খর্বকারী সব নিবর্তনমূলক কালা-কানুন বাতিল, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংগঠন, ধর্মঘট, সমাবেশ, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা	

তুলনার ক্ষেত্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	মন্তব্য
	প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।		বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা);		নিশ্চিত করাসহ **মত** প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।	
পরিবেশের উন্নয়ন/টেকসই উন্নয়ন	১) জলবায়ুর পরিবর্তন হলে সে কারণে মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার দরকার হলে তার পরিকলপনা গ্রহণ। ২) ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের বরাদ্ধ বৃদ্ধি ৩) বনের আয়তন বৃদ্ধি ৪) বিশুদ্ধ বায়ু আইন, ৫) জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা। ইত্যাদি।	১) বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ ও জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ২) উষ্ণায়ন রোধে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে চেষ্টা করা এবং অভিযোজন বা ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক সাহায্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করা। ৩) নবায়ন যোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো ৪) শব্দ দুষণ রোধ ৫) আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থা চালু করা।	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য টেকসই কৌশল গ্রহণ করা হবে। উপকূল এলাকাসহ সারাদেশে নিবিড় বনায়ন ও সুন্দরবনসহ অন্যান্য বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিকল্পনা উল্লেখ নেই।	জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, বন জলাভূমি দখলকারীদের বিচারের আওতায় আনতে পরিবেশ আদালত গঠন ইত্যাদি।	
সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ দমন, এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন করা	**১)** সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ২) যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন হয়েছে বলে ইশতেহারে উল্লেখ আছে।	**১)** সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ২) যুদ্ধাপরাধের বিচার চলতে থাকবে বলা হয়েছে।	সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের মোকাবেলায় কী কর্মপন্থা থাকবে তার উল্লেখ নেই।	সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।	সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ-দুর্বৃত্তায়ন মাফিয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।	